বাড়ি

কৃষ্ণা বসু

তাঁতবুনোতের মত দুজন শুধুই আছে,
টানাপোড়েন, টানাপোড়েন — মিলে যাচ্ছে আজও,
ছেলেটি যদি টানার সুতো নিবিড় করেই আনে
মেয়েটি তবে পাশের দিকে তাকে সঠিক টানে,
টানাপোড়েন, টানাপোড়েন গড়ে উঠেছে শাড়ী
শাড়ীর ভেতর জেগে উঠছে ছায়া-সঘন বাড়ি।
বাড়ির মাথায় গাছের ছায়া, মৃদু সুবাস আছে,
ছায়ায় মাখা গাছতলাতে একটি শিশু হাসে.
একটি-দুটি শিশুর হাসি শাড়ীর আড়াল ঘিরে,
বাড়ির গান জেগে উঠছে ছায়া-সঘন মীড়ে।

বাইশে শ্রাবন

আরণ্যক বসু

আমি ঠিক জানি কেথায় অ্যাসিড থাকে
আমি ঠিক জানি মা কখন বাড়ি থাকে না
আমি চিনি চিনি বাবার বান্ধবীকে
আমি তো পড়েছি মায়ের গোপন চিঠি

আমি ঠিক জানি কেন নম্বর কম
আমি জানি জানি লাশ কাটা ঘর কোথায়
আমি ছিঁড়ে ফেলি শালিনীর লেখা চিঠি
একদিন সব হিসেব নিকেশ চুকোবো

বইগুলো সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি
জামা এও জানি রামরাজত্ব নেই
আমি যে জেনেছি তানপুরা সুরে বাজেনা
তাহলে তো আরও তিনদিন হাতে আছে।

আমি জানি জানি সোনার হরিণ আসে না
আমি এও জানি রামরাজত্ব নেই
আমি যে জেনেছি তানপুরা সুরে বাজেনা
অ্যালবামে আর সাদা কালো ছবি নেই

তাই ফিরে যাবে সকালের পথ ধরে
অনল সুধারা যেখানে আকাশ আঁকে
তাই লিখে যাই ডায়েরীর শেষ পাতায়
আমি যে জেনেছি কোথায় অ্যাসিড থাকে।